❖ সুযোগ ব্যয় কাকে বলে? সুযোগ ব্যয় ধারণাটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

উ: সীমাবদ্ধ সম্পদের সাহায্যে একটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয় তার অনুপাতকে সুযোগ ব্যয় বলে।

উদাহরন: ধরি,এক বিঘা জমিতে ধান ও গম উৎপাদন করা সম্ভব। শুধু ধান চাষ করলে ৩০ মন ধান উৎপাদন হয়, আবার শুধু গম চাষ করলে ২০ মন গম উৎপাদন হয়। এমতাবস্থায় গম উৎপাদন না করে শুধু ধান উৎপাদন করা হলে ৩০ মন ধান উৎপাদন হবে। কিন্তু ২০ মন গমের উৎপাদন ত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ৩০ মন ধানের সুযোগ ব্যয় হলো ২০ মন গম।

নিম্নে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে সুযোগ ব্যয় ধারনাটি ব্যাখ্যা করা হলো।

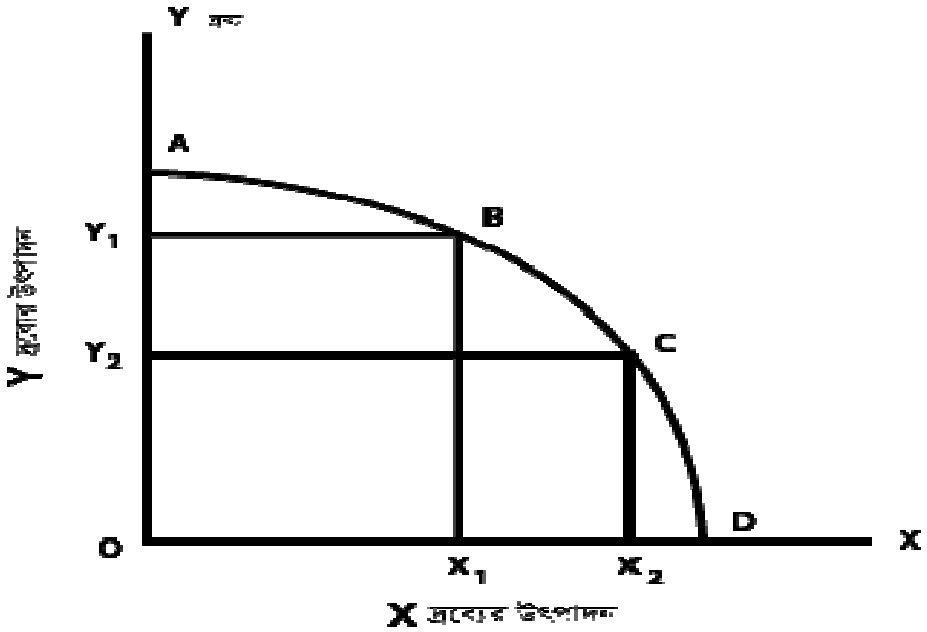

চিত্রের ভূমি অক্ষে X দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে Y দ্রব্য উৎপাদনের পরিমান দেখানো হয়েছে। AD হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। দেশের সমস্ত সম্পদ যদি X দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় তাহলে OD পরিমান X দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। আবার সমস্ত সম্পদ যদি Y দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় তাহলে OA পরিমান Y দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। এখন X দ্রব্যের উৎপাদন OD পরিমান বৃদ্বি করতে হলে Y দ্রব্যের OA পরিমান উৎপাদন ছেড়ে দিতে হবে যা X দ্রব্যের জন্য Y দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় হিসাবে গন্য হবে। এখন উৎপাদনকারী যদি দুটো দ্রব্য প্রয়োজন মনে করে তাহলে সে B অথবা C বিন্দুতে উৎপাদন করবে। B বিন্দুতে অধিক পরিমাণ Y দ্রব্য কম পরিমান X দ্রব্য। C বিন্দুতে অধিক পরিমাণ X দ্রব্য কম পরিমান Y দ্রব্য উৎপাদন নির্দেশ করে। এখন উৎপাদনকারীকে একটি দ্রব্যের অধিক উৎপাদন করতে হলে অপর দ্রব্যের উৎপাদন ছেড়ে দিতে হবে। মূলত সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারনে সুযোগ ব্যয় ধারনাটির উদ্ভব হয়েছে।